লিমেরিক

১। লিমেরিকের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা কর। লিমেরিকের উৎপত্তি কোন দেশে হয়েছিল? বাংলায় লিমেরিক লিখেছেন, এমন দু'জনের নাম লেখ।

পাঁচ পংক্তির সরস, স্বয়ংসিদ্ধ ছোট কবিতার নাম লিমেরিক। লিমেরিকের মিল বিন্যাস হল, ককখখক। প্রথম, দ্বিতীয় এবং পঞ্চম লাইনের মিল একরকমের হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের মিল আরেক রকম। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক।

আয়ারল্যান্ডের এক গ্রামের নাম থেকে 'লিমেরিক' কথার উদ্ভব। ঐ গ্রামের লোক মেলায় সমবেত হয়ে অর্থহীন ছোট ছোট কবিতা বানিয়ে আবৃত্তি করত।

আধুনিক কালে যে কোনও বিষয় নিয়েই লিমেরিক লেখা হয়। প্রেম থেকে শুরু করে প্রেততত্ত্ব পর্যন্ত। লিমেরিকের জনপ্রিয় কবি 'বুক অব ননসেন্স'-এর লেখক এডওয়ার্ড লিয়ার। লিয়ারের একটা লিমেরিকের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হল,

বাড়ি তার জ্যামাইকা লোকটা কালো,
আনলো সে মম-বৌ দেখতে ভালো।
'ওরে ভুশুণ্ডি কাক
থাক তুই, একা থাক'
এই বলে বৌ তাকে ফেলে পালালো। (সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়)

বাংলাভাষায় প্রচুর লিমেরিক লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'য় কিছু লিমেরিক আছে। যেমন,

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।
আপিসেতে খেটে মরা
তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো—একথায় নাই কোনো সন্দ।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের লিমেরিক খুব মজাদার। একটা উদাহরণ নিলাম।

অযোধ্যায় ফিরলেন রাম রাও
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আমরাও।
এবার তোমরা যারা
মাস শেষে গদীহারা
ঘরে বসে হাত পা কামড়াও।

সত্যজিৎ রায়ের লেখা লিমেরিক পাঠকের কাছে আদৃত।

কঞ্জুষ বুড়ো বসে গাছে
পাখিদের বলে, 'আয় কাছে—
    তোরা যদি ঠুকরিয়ে
    দাড়িগুলো নিস নিয়ে,
নাপিতের খরচটা বাঁচে।'

শুদ্ধসত্ত্ব বসু নিজের লেখা একটা লিমেরিক ব্যবহার করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ' বইতে।

লিখতে হবে? লিখবো তবে মনে যদি হয়।
কালি ত' নয়, কাগজও নয়, কলমও তো নয়,
        সত্যি কথা- এরা কিছুই লেখে নারে,
        বাইরে এরা ঠাটের শোভা বেশ বাহারে;
লেখা লেখে জানিস সে কে ? সত্যদ্রষ্টা অন্তরময়!

১। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
২। সাহিত্য : রূপ বিচিত্রা—অপূর্বকুমার রায়
৩। সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
৪। বাংলা সাহিত্যের রূপরীতি : শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৫। সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
৬। সাহিত্য প্রকরণ—হীরেন চট্টোপাধ্যায়